নতুন বরিশাল গড়ার অঙ্গীকার
জয় হোক শেখ হাসিনার

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, বরিশাল।
(প্রশাসনিক শাখা)
www.barishalcity.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি) এর মতবিনিময় সভা।

সভাপতি : জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান : নগর ভবন সভাকক্ষ
সভার তারিখ : ২৫/০৬/২০২৪
সময় : দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে জনাব মাসুমা আক্তার, সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ভিশন ২০২১ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে এস,ডিজি এবং ২০২২ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র তার পরিষদবর্গকে নিয়ে স্মার্ট নগরী গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি বরিশালের উন্নয়নে জাইকার মত সাহায্য সংস্থা এবং নগরবাসির সহযোগিতা কামনা করেন। এর পর তিনি গত ১৭/০২/২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সিএলসিসি'র ১ম সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ সভায় পাঠ করে শোনান। বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয় নিয়ে জনাব মনিমালা রায়, জাইকা প্রতিনিধি সভায় বলেন, C4C-2 প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন C4C-2, Jica এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অনেক সাফল্য প্রদশণ করেছে। এজন্য তিনি মেয়র মহোদয়, তার পরিষদবর্গ এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা ব্যবস্থাপনা (গর্ভনেন্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২০-২০৩০ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন, সিএলসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি কমিটি গঠন, কারিগরি কমিটি ইত্যাদি গঠন এবং প্রতিটি কমিটির সভা করা হয়েছে এবং তা সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যে কাজগুলো এ স্বল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়নি সেগুলো অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে পরিপূর্ন সফলতা অর্জন করার অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ মশিউর রহমান, বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিসিসি সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন C4C-2, Jica এর সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক "বাজেট এন্ড একাউন্টিংক্লাসিফিকেশন সিস্টেম" BACS এর ভিত্তিতে প্রণীত নতুন ও অভিন্ন বাজেট ফরমের আলোকে প্রচলিত বাজেট ফরমের পাশাপাশি বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রনয়ন করা হয়েছে। চলতি বছর ২০২৪-২০২৫ এর বাজেট ও এই নতুন অভিন্ন বাজেট ফরমের আলোকে প্রনয়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। খসড়া বাজেট

চলমান-

২৩/০২/২৫
মো: রেজাউল বারী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

CamScanner

নিয়ে প্রাক-বাজেট সভায় আলোচনার পর তা স্থায়ী কমিটির সভায় আলোচনা এবং পরবর্তীতে তা সাধারণ সভায় আলোচনা ও অনুমোদন করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। নতুন এ অভিন্ন বাজেট ফরমের আলোকে বাজেট প্রনয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং আর্থিক বিবরণী প্রনয়নে সহায়ক। তাই এ বিষয়ে তিনি প্রকল্পের পক্ষ থেকে আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। জাইকার প্রতিনিধিসহ উপস্থিত সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

জনাব বাবুল হালদার, রাজস্ব কর্মকর্তা, বিসিসি সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন, কর আদায় শাখা বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের একটি গুরুত্বপূর্ন শাখা। সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ এই শাখা থেকে যোগান দেয়া হয়। তিনি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের হোল্ডিং ট্যাক্সের দাবি এবং আদায়ের চিত্র সভায় তুলে ধরেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট দাবী ৬০,০৫,১৭,২৫০/- টাকা এর বিপরীতে মে-২০২৪ পর্যন্ত মোট আদায় হয়েছে ৩৫,৮৭,১২,৬২৮/- টাকা, আদায়ের হার ৫৯.৭৩৪%। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কিছু সমস্যার কথা সভায় তুলে ধরেন যেমন- কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে উদাসিন থাকেন। ফলে তাদের কাছ থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়ায়। কিছু কিছু গ্রাহকের পূর্ন ঠিকানা না পাওয়ার কারনে সঠিক সময়ে বিল পৌছানো সম্ভব হয়না। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে বর্ধিত ওয়ার্ডের কিছু কিছু এলাকায় সঠিক সময়ে বিল পৌছানো সম্ভব হয়না, ফলে আদায় কমে যায়। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য তিনি কিছু প্রস্তাবনা সভায় উল্লেখ করেন যেমন-

- বিল প্রদান ও আদায় আরও সহজতর করার জন্য দ্রুত সফটওয়ার অটোমেশনের কাজ সম্পন্ন করা যা বর্তমানে প্রক্রীয়াধীন আছে।
- ৪-৫টি ওয়ার্ডকে মডেল ধরে শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা।
- বছরের বিভিন্ন সময়ে ওয়ার্ডভিত্তিক ট্যাক্স মেলা ও র‍্যালির আয়োজন করা।
- নিয়মিত ট্যাক্স পরিশোধকারীদের ট্যাক্স সম্মাননা প্রদান করা।
- আদায় কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্য থেকে বেশী আদায়কারীদেরকে বেষ্ট আদায়কারী সম্মাননা প্রদান করা। যাতে অন্যান্য আদায়কারীগণ উৎসাহিত হয়।

তিনি সভায় উপস্থিত সুধী সমাজ ও সম্মানিত নাগরিকদের সিটি কর্পোরেশনে প্রদেয় হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য কর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনাব হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন, বর্তমান পরিষদ নির্বাচিত হওয়ার পর পরই বরিশালের উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৮টি প্যাকেজে ২৬৭ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া LGCRRP Covid প্রকল্পের আওতায় মোট বরাদ্দ ৪৫.৬২ কোটি টাকার বিপরীতে ১০টি প্যাকেজে ৩২.৫ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৫টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ সালে এই কার্যক্রম শেষ হবে বলে তিনি সভাকে জানান।

বর্তমানে kfw (জার্মান) এর সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত (CCAUD) প্রকল্পের আওতায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট বরাদ্দ ১৩০১৯ লক্ষ টাকার ড্রেন ও রাস্তার কাজ চলমান আছে, যা ২০১৮ সালে

২৩/০২/২৫
মো: রেজাউল বারী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

CamScanner

শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২৪ সালে শেষ হবে। কাজের অগ্রগতি ৮৬%। এছাড়া বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১০টি খালের পাড় সংরক্ষণ প্যালাসাইডিং, সবুজায়ন ও সৌন্দয্যবর্ধনসহ ২৯টি খাল পুন:খননের মাধ্যমে ৩০টি খাল উন্নয়নের এক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধার্য্য করা হয়েছে ৯২৭ কোটি টাকা। এছাড়া বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ধার্য্য করা হয়েছে ২২৬০ কোটি টাকা। প্রকল্প তৈরী করে তা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এই প্রকল্পের আওতায় বরিশাল মহানগরীর রাস্তা সংস্কার/পুন:নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ, ১৪টি ব্রীজ নির্মাণ, পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য ৩৪টি যানবাহন, পিক-আপ, যন্ত্রপাতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১২টি এসটিএস নির্মাণ, ১৬টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, বিউটিফিকেশন, পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন, পাম্প হাউজ ও গভীর নলকূপ স্থাপন, ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ, পোলসহ এলইডি স্ট্রীট লাইট স্থাপন, খাল পূণ:খনন ও খালের পাড় সংরক্ষণসহ ব্যপক উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে মর্মে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা (চ:দা:), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিভাগ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং শ্রমিকগণ নিরলসভাবে রাত ও দিনে নগরবাসির সেবা করে যাচ্ছে। এই বিভাগে ২৯জন স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী, ৫১৪ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক এবং ৩৮১ জন ঝাড়ুদার রয়েছে। ৩০টি ওয়ার্ডে নিয়োজিত ভ্যানবক্স শ্রমিকগণ প্রতিদিন বিকেল ৪.০০টা থেকে বাসা-বাড়ীতে সৃষ্ট আবর্জনা সংগ্রহ করে তা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখে। ঝাড়ুদারদের ঝাড়ুকৃত আবর্জনা ও ভ্যানবক্স শ্রমিকরা সংগ্রহ করে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখে। পরবর্তীতে গার্বেজ ট্রাকের মাধ্যমে আবর্জনাগুলি গার্বেজ গ্রাউন্ডে অপসারণ করা হয়। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব গাড়ী এবং জনবল দ্বারা বরিশাল মহানগরীতে অবস্থিত সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে তা গার্বেজ গ্রাউন্ডে নিয়ে যায়। নর্দমা শ্রমিকরা ওয়ার্ড সুপারভাইজারদের নেতৃত্বে স্ব-স্ব ওয়ার্ডে অবস্থিত ড্রেন পরিস্কার করে থাকে। যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয়। কোথাও কোন মৃত জীবজন্তু পড়ে থাকলে সংবাদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারণ করা হয়।

বরিশাল মহানগরীতে বসবাসরত প্রায় ৭ লক্ষ জনগণের বিপরীতে পরিচ্ছন্নতা কর্মী অপ্রতুল বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তাছাড়া গার্বেজ ট্রাক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিও অপ্রতুল বলে তিনি জানান। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গার্বেজ গ্রাউন্ড। প্রতিদিন প্রায় ১৫০ টন আবর্জনা জমা হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত গার্বেজ গ্রাউন্ডে ধারণ ক্ষমতা পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন, যা নিম্নরূপঃ

- পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করা
- পর্যাপ্ত গার্বেজ ট্রাক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নতুন গার্বেজ গ্রাউন্ডের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা
- বাসাবাড়ী থেকে সংগ্রহকৃত ময়লা আবর্জনা রাখার জন্য ১৫টি এস,টিএস নির্মাণ করা।

চলমান-

২৩/০২/২৫
মো: রেজাউল বারী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

CamScanner

- ওয়ার্ড এবং স্কুল ভিত্তিক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী, র‍্যালী ইত্যাদির আয়োজন করা।
- খালের পরিবেশ রক্ষার্থে খালের পার্শ্বে পাকা ডাষ্টবিন তৈরী করা।
- গার্বেজ গ্রাউন্ডে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।
- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
- পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণ নগরী পরিস্কার রাখতে বদ্ধপরিকর, তবে নাগরিকরবৃন্দের সহযোগিতা ছাড়া তা প্রায় অসম্ভব। এবিষয়ে নাগরিকবৃন্দের নিম্নরূপ সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান।

- কমিউনিটিভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।
- যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলে সঠিক সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা।
- বাসাবাড়ীর নির্মাণ সামগ্রী ডেনের উপর রাখা থেকে বিরত থাকা।
- ড্রেন ও খালের পার্শ্ববর্তী বাসাবাড়ীতে সৃষ্ট আবর্জনা ড্রেন ও খালে ফেলা থেকে বিরত থাকা।
- বাসাবাড়ীর সেফটি ট্যাংকের সংযোগ ড্রেনে দেয়া থেকে বিরত থাকা।
- বহুতল ভবনের সৃষ্ট আবর্জনা রাখার জন্য ভবন মালিকের উদ্দ্যোগে ডাষ্টবিন তৈরী করা।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট আবর্জনা, পলিথিন ইত্যাদি ড্রেন, রাস্তা ও খালে না ফেলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা।

জনাব মনিমালা রায়, জাইকা প্রতিনিধি বলেন, গত ২৭/০২/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সিএলসিসি ১ম সভায় সিটি কর্পোরেশন থেকে নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের মতামত ও তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা জানার নিমিত্তে ৬টি বিষয়ের উপর নাগরিক জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরীপে সিএলসিসি'র ২৯জন নাগরিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। এতে সিটি কর্পোরেশন থেকে নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আবার অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি নাগরিক জরীপের ফলাফল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেন।

এরপর উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব শুরু হলে- অধ্যাপক জনাব শাহ সাজেদা, পেশাজীবি সংগঠন প্রতিনিধি এখানে আসা এবং কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এবং জাইকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি বরিশাল মহানগরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কীর্তনখোলা নদীর তীরবর্তী ত্রিশ গোডাউন এলাকায় 'বদ্ধভূমি' বরিশালবাসির একটি চিত্তবিনোদন কেন্দ্র। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত নারী শিশুসহ ওখানে অনেক লোকের সমাগম হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওখানে কোন পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা নাই। তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে ওখানে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা পাবলিক টয়লেট স্থাপনের অনুরোধ জানান। নারী উদ্দোক্তার বিষয়ে তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, অনেক নারী উদ্দোক্তা সিটি কর্পোরেশনে ট্রেড লাইসেন্স করতে এসে হয়রানির শিকার হয় বলে অভিযোগ আছে। তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়কে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে

২৭/০২/২৫

মো: রেজাউল বারী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

CamScanner

দেখার অনুরোধ জানান। তিনি সভায় উপস্থিত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, যার যার বাড়ীর আঙ্গিনা পরিস্কার রাখুন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা রাখুন। সিটি কর্পোরেশনে প্রদেয় ট্যাক্সসমূহ সময়মত পরিশোধ করে বরিশালের উন্নয়নে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।

এবিষয়ে সভাপতি বলেন, ট্রেড লাইসেন্স করতে এসে কোন নারী উদ্যোক্তা হয়রানির শিকার হয়েছেন এমন কোন অভিযোগ তিনি পাননি। এরকম অভিযোগ পেলে অবশ্যই তাৎক্ষনিক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, বরিশাল মহানগরীতে ১৮টি পাবলিক টয়লেট স্থাপনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যাতে পুরুষ ও মহিলা আলাদাভাবে ভাগ করা হয়েছে এবং তাতে 'ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার' রাখা হয়েছে।

জনাব আনিসুল হক খান, সহ-সভাপতি, আমেনা বেগম সমাজকল্যাণ সংস্থা, সভায় বলেন, উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং সমন্বয়সাধন। সমন্বয়হীনতার কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত এবং পর্যাপ্ত অপচয় হয়। উদাহরণস্বরূপ বলেন, প্রথমে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়, পরবর্তীতে ঐ রাস্তা কেটে ড্রেন নির্মাণ করা হয়, আবার দেখা যায় ঐ রাস্তা কেটে পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন করা হয়। তাই সঠিক উন্নয়নের স্বার্থে সমন্বয়সাধণ করে সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্যব্যবস্থপনার বিষয়টি সঠিক হচ্ছে না বলে তিনি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ৪ কুয়া পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করলে পচনশীল বস্তু পচে জৈব সারে রূপান্তর হয়। তিনি ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

জনাব আহসান মুরাদ, সাধারণ সম্পাদক, আমেনা বেগম সমাজ কল্যান সংস্থা, সভায় বলেন, নগরবাসি যাতে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করতে পারেন সেজন্য নাগরিক জরীপের প্রশ্নপত্র সভা শুরুর পূর্বে বিতরণের প্রস্তাব করেন। নগরীতে ইমারত নির্মাণের প্লানের সাথে সোলার প্যানেল এবং ছাদ বাগান অর্ন্তভূক্ত করার প্রস্তাব করেন।

জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ৩নং ওয়ার্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন, তার ওয়ার্ডে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া তার ওয়ার্ডে আবর্জনার ভাগাড় থাকার কারনে তার ওয়ার্ডসহ পাশ্ববর্তী ওয়ার্ডেও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। তাই অনতিবিলম্বে তিনি জনবহল এলাকা থেকে ভাগাড় অন্যত্র স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন রয়েল, সম্মানিত কাউন্সিলর, ১২নং ওয়ার্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন, বাধ রোডের ড্রেনেজ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারনে বৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাই ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব করেন।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, নতুন বরিশাল গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান মেয়র মহোদয় সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়েছে এবং তা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। তিনি বলেন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে বিগত দশ বছরে বরিশালবাসির কাংখিত উন্নয়ন হয়নি। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে দিন দিন বিপযয় বেড়েই চলছে। তাই বরিশাল নগরীকে স্মার্ট নগরীতে পরিনত করা বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য তিনি জাইকার মত সাহায্য সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি নগরবাসির সহযোগিতাও কামনা করেন। উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

চলমান-

২৩/০২/২৫
মো: রেজাউল বারী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

CamScanner

বলেন, বর্তমানে জনসংখ্যা এবং যানবাহন বৃদ্ধির কারনে বরিশাল মহানগরীর মূল শহরে যানজট লেগেই থাকে। তাই বর্ধিত এলাকায় রাস্তা প্রসস্থ করার সুযোগ রয়েছে। বর্ধিত এলাকায় রাস্তার প্রসস্থতা বৃদ্ধি করে প্রাক্কলন তৈরীর নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

১। ২৭/০২/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সিএলসিসি'র ১ম সভার কাযবিবরণী পরবর্তী সাধারণ সভায় আলোচনা ও অনুমোদনের পরে তা দৃঢ়করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২। (ক) সিটি কর্পোরেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বাজেট এন্ড একাউন্টিং ক্লাসিফিকেশন' (বিএসিএস) এর ভিত্তিতে অভিন্ন বাজেট ফরমের অনুসরনে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রনয়ণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

খ) প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৩। (ক) বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে ৪/৫টি ওয়ার্ডকে মডেল হিসেবে বাছাই করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(খ) বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক ট্যাক্স মেলা ও র‍্যালীর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে বর্ধিত এলাকার রাস্তার প্রাক্কলন তৈরীর সময় রাস্তার প্রসস্থ্যতা রেখে প্রাক্কলণ তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৫। বর্জ্য ব্যবস্থপনার লক্ষ্যে নতুন গার্বেজ গ্রাউন্ড তৈরীর জন্য অনতিবিলম্বে ভূমি অধিগ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৬। সিটি কর্পোরেশন থেকে নাগরিক সেবা প্রদানের বিষয়ে গত ২৭/০২/২০২৪ তারিখ সিএলসিসি'র সভায় নাগরিক জরীপের ফলাফল আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ নিশ্চিত করা এবং পরবর্তী সিএলসিসি'র সভায় তা উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভার আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ইসরাইল হোসেন)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-বিসিসি/ তারিখঃ / /২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৩। সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৪। সহকারী একান্ত সচিব, মাননীয় মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (মাননীয় মেয়রের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
৫। বিভাগীয়/শাখা প্রধান (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৬। বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৭। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
৮। জনাব.....
৯। সংশ্লিষ্ট নথি।

মো: রেজাউল বহরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

CamScanner